এক

হরিণীটা অনেক্ষন ধরে ওর দিকে অপলক চেয়ে আছে। কাঠের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শ' খানেক ফুট দূরে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীটাকে পরম আগ্রহ ভরে দেখছে জুলেখা। তিন তলা কাঠের বাড়ীটার সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচ ঢালা রাস্তা, সেখানে সারাক্ষন গাড়ী চলছে। রাস্তার শরীর ঘেঁষে এবং বাড়ীটার দুই পাশে ঘন পাইনের জঙ্গল পুরু হয়ে জন্মে চমৎকার আড়ালের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পেছনটাতে অনেক খানি জায়গা জুড়ে শুধু ঘেষো জমি, কিছুটা শুকনো, কিছুটা ভেজা - নিকটবর্তি একটা জলাভূমির অংশ, কয়েক শ' ফুট সমতলের পর খানিকটা উত্তাল হয়ে আরেক পশলা ঘন জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। ওন্টারিওর শীতের প্রকোপ পেরিয়ে গিয়ে বসন্তের উষ্ণতা ঘিরে ধরছে মাত্র প্রকৃতিকে। তুষার এবং বরফের যেটুকু ছিল তাও সপ্তাহ দুয়েক আগেই গলে গেছে, কিন্তু এখনও চারদিকে ভেজা ভেজা একটা ভাব। হঠাৎ করেই চারদিকে যেন অসম্ভব জীবনের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে নব বসন্ত। জুলেখার ওন্টারিওতে প্রথম বসন্ত।

হরিণীটা এখনও অপলক তাকিয়ে আছে, যেন বোঝার চেষ্টা করছে তার ভয় পাবার কোন কারণ আছে কিনা। জুলেখা নরম গলায় নিজ মনে বলল, "ভয় পেও না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

তার খুব ইচ্ছা করছে দৌড়ে বাসার ভেতর থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে আসে, কিন্তু ভয় হচ্ছে হঠাৎ নড়াচড়া দেখলে প্রাণীটা ঘাবড়ে গিয়ে ছুট দেবে। আরও কয়েক মুহূর্ত তাকে পরখ করবার পর নিজ মনে আবার মাটি থেকে ছোট ছোট গাছ পালা খাওয়ায় মনযোগ দিল হরিণীটা। একটু পরে আরও দু'টা কম বয়স্ক হরিণ এসে তার সাথে যোগ দিল। মুগ্ধ হয়ে গেল জুলেখা। কে ভেবেছিল এই সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এসে, এই অদ্ভুত অচেনা জায়গায়, সে এমন অসম্ভব সুন্দর কিছু বন্ধু পাবে? সে মা হরিণীটার নাম দিল ডাগর। ছোট হরিণ দুটি খুব সম্ভবত তার বাচ্চা। তাদের নাম সে দিল চঞ্চল এবং টুকটুকি। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে এই এলাকা তাদের খুব পরিচিত। হয়ত কাছেই কোথাও তাদের বাস। হলে খুব ভালো হয়। একটা বন্ধু পরিবার পাওয়া গেল। চারদিকের এই জংলা পরিবেশে না দেখা যায় কোন মানুষ, না অন্য কোন বসত বাড়ী। কাছাকাছি মানুষের বসত আছে, কিন্তু গাছপালার জন্য নজর চলে না। এতো জায়গা থাকতে এমন নির্জন স্থানে এসে কেউ বাড়ী কেনে? জুলেখার অবশ্য তাতে তেমন কোন সমস্যা নেই। সে গ্রামের মেয়ে। নির্জনতায় সে অভ্যস্ত। এই দূর দেশে যখন পাড়ি জমিয়েছিল মনে অনেক আশংকা ছিল না জানি কোথায় কিভাবে গিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এই স্থানটা দেখার পর তার মনের ভয় কেটে গেছে। এ যেন পুরো একটা গ্রাম, শুধু তার একার জন্যে।

মিজান অবশ্য খুব ভয়ে ভয়ে আছে। মিজান তার স্বামী। বয়েসের অনেক ফারাক, কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়। পুরুষ মানুষের একটু বয়েস হলেই ভালো। তাদের মেজাজী ভাবটা চলে যায়, তারা অনেক স্থির হয়, মনযোগ দিয়ে কথা বার্তা শোনে। তাছাড়া, জুলেখার অন্য কোন উপায় ছিল না। তার অর্থহীন, গতিহীন জীবনের গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসার এই একটাই উপায় তার ছিল। যা হয়েছে, হয়েছে। সে ওসব নিয়ে একদম ভাবতে চায় না। মিজান মানুষটা ভালো। হাসি খুশী, প্রেমময়। কথা বলে নরম গলায়, কথা বললে

চুপ করে শোনে, জুলেখার প্রতিটি প্রয়োজন সে বলার আগেই ধরে ফেলে। মাত্র মাস খানেক হল এখানে এসে উঠেছে জুলেখা। মিজান নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে সেই সুদুর জামালপুর থেকে। প্লেনে সারাটা পথ শুধু শুনিয়েছে এই নতুন দেশের কথা। এই বাড়ীর কথা। নতুন স্বপ্নের কথা। বরাবরই তার ভয় ছিল জুলেখা এখানে এসে এই এতো বড় বাড়ী আর নির্জন প্রাঙ্গন দেখে ঘাবড়ে যায় কিনা। জুলেখা তাকে ভুল প্রমাণ করেছে। প্রথম দিন থেকেই সে যেন সব কিছুর সাথে ঝট করে একাত্ম হয়ে গেছে। নির্জনতা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। মিজান অবশ্য এতো সহজে আশ্বস্ত হয় নি। জুলেখার ভয় না করতে পারে, কিন্তু সে তো জানে না কত বিপদ নিরক্ষণ চারদিকে উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন বদমাশ যদি জানতে পারে জুলেখা বাসায় একাকী থাকে, তাহলে হয়ত পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে। মিজান একটা কম্পিউটিং ফার্মে কাজ করে। বাসা থেকে সে কালে ভদ্রে কাজ করতে পারে, কিন্তু অফিসে তাকে প্রায়ই যেতে হয়। ক্লায়েন্টদের সাথে নিয়মিত মুখোমুখি আলাপ করাটা তার কাজের অংশীভুত। তার সর্বক্ষনের ভয় সে যখন অফিসে থাকবে, তখন জুলেখার কোন ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতি আধা ঘন্টায় একবার করে বাসায় ফোন করছে। খবর নিচ্ছে জুলেখার। কেমন আছে সে? বাইরে একা একা যেন বের না হয়। সে তাড়াতাড়ি কাজ থেকে চলে আসতে চেষ্টা করবে।

জুলেখা তার এই উদ্বেগ দেখে মনে মনে হাসে। অযথা ভয় পায় লোকটা। নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা জুলেখার আছে।

ডাগর তার বাচ্চা দুটিকে নিয়ে দূরে সরে গেল। গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল একসময়। এবার কি করবে - ভাবছে জুলেখা। বাসার ভেতরে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে সে বিরক্ত হয়ে উঠছে। তাছাড়া এমন সুন্দর সূর্য জ্বলা দিনে কেউ কি ভেতরে বসে থাকতে পারে?

সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। পাঁচ ছয়টা কাঠের সিঁড়ি। ভুমি থেকে সামান্য উঁচুতে নির্মিত দোতলা কাঠের বাড়ী। উপরে ঢালু ছাদ, যেমনটা তুষারের দেশগুলোতে হয়ে থাকে। সে যেদিন এসেছিল সেদিনও অল্প কিছু তুষার জমে থাকতে দেখেছিল ছাদে। তারপর হঠাৎ করেই আবহাওয়া গরম হতে শুরু করল। মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই চারদিকের সমস্ত তুষার গলে গিয়ে একেবারে পানি পানি হয়ে গেল সব।

গ্রামে জুলেখার বাবার বিরাট বড় বাড়ী ছিল, দোতলা ইটের বাড়ী। বড় ব্যবসায়ী ছিল বাবা। মাছের ব্যবসা। যে বছর ব্যবসা ভালো হত সে বছর বাড়ীতে টাকা রাখবার জায়গা হত না। সারাক্ষন একটা উৎসব উৎসব ভাব লেগে থাকত। বাবার হাত খোলা ছিল। সবাইকে দরাজ দিলে দান খয়রাত করত। গ্রামের গরীব চাষারা তার নাম বলতে অজ্ঞান ছিল। মতি আলী বললে আশে পাশের আট দশ গ্রামের মানুষ চোখ বন্ধ করে চিনত। একবার ভোটে দাঁড়াতে চেয়েছিল। পরে অবশ্য মত পালটে ফেলে। ভোটে জিতলে সারা দেশের মানুষ তাকে নির্ঘাত চিনে যেত। নিজের বাবাকে নিয়ে জুলেখার খুব গর্ব ছিল।